দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 29 DEC 1998 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৯

46

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ
ছাত্র-অভিভাবকদের স্বপ্নভঙ্গ

ডাঃ আনোয়ার হোসেন

ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র নিত্যনতুন অফিসসর্বস্ব, সাইন বোর্ডসর্বস্ব অসংখ্য মেডিক্যাল কলেজ গজিয়ে উঠছে। যে দেশে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা যত বেশি সে দেশে স্বাস্থ্য সেবার মান তত উন্নত এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশে এই অসংখ্য মেডিক্যাল কলেজ দেশের স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে হয়ে উঠছে হিতে বিপরীত। একশ্রেণীর লোক মেডিক্যাল কলেজের নামে ব্যবসা পেতে বিভিন্ন পত্রিকায় চমক লাগানো বিজ্ঞাপন দিয়ে আকৃষ্ট করছে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ভর্তির যোগ্যতা মেধাভিত্তিক না হয়ে, হয়ে উঠছে ডোনেশনভিত্তিক। এদের না আছে সরকারের অনুমোদন; নিজস্ব ভবন, না আছে হাসপাতাল। নামমাত্র ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে মোটা অঙ্কের ডোনেশনের মাধ্যমে ভর্তি করছে ছাত্রছাত্রী। একশ্রেণীর ধনাঢ্য অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের যেনতেন ভাবেই হোক (নামেমাত্র) ডাক্তার বানিয়ে ফুলে ওঠার জন্য এ সব মেডিক্যাল কলেজে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করছে। আবার অনেকে না জেনেশুনে এ সব কলেজে ভর্তি হয়ে প্রতারিত হচ্ছে। শুধু মুনাফা অর্জনের জন্য যারা ডোনেশনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে তারা যে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি করবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি? অচিরেই এরা সার্টিফিকেট বিক্রির প্রতিষ্ঠানেও পরিণত হতে পারে। এভাবে মেডিক্যাল কলেজ হতে থাকলে দেশে ডাক্তারের অভাব থাকবে না সত্যি কিন্তু জনগণ প্রতারিত হবে প্রকৃত স্বাস্থ্য সেবা থেকে।

সরকারের নাকের ডগায় সরকারী নীতিমালার তোয়াক্কা না করে অনুমোদন ছাড়া, ভাড়া বাড়িতে হাসপাতাল ব্যতীত ইচ্ছামতো সিলেবাস বানিয়ে মেধাভিত্তিক যোগ্যতা ছাড়াই ডোনেশনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে এ সব নামসর্বস্ব মেডিক্যাল কলেজ। অথচ এ ব্যাপারে সরকারের কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে শুধুমাত্র বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজই নয়, এর পাশাপাশি হোমিওপ্যাথী আয়ুর্বেদী, ইউনানী, হারবাল বিভিন্ন নামের কলেজগুলো যথেচ্ছভাবে খোলা হচ্ছে। অথচ এ সকল বিষয়ের জন্যই সরকারের সুস্পষ্ট আইন হলো (১৯০০/১৬) কোন ব্যক্তি সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে শল্যবিদ্যাসহ চিকিৎসাশাস্ত্র, ধাত্রীবিদ্যা, সেবিকাবৃত্তি, ভেষদকর্ম ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন না এবং সনদপত্র, লাইসেন্স, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী প্রদান করতে পারবেন না।

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ প্রসঙ্গে বিএম এ্যান্ড ডিসি-এর রেজিস্ট্রার ডাঃ এন জামান-এর সাথে আলাপ করলে তিনি জানান, একটি মেডিক্যাল কলেজের জন্য তিনটি মৌলিক অনুমোদন প্রয়োজন, এগুলো হলোঃ
(১) সরকারী অনুমোদন
(২) বিশ্ববিদ্যালয় এফিলিয়েশন
(৩) বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএম এ্যান্ড ডিসি) কর্তৃক অনুমোদন।

বাংলাদেশের অসংখ্য বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে শুধু মাত্র তিনটি কলেজের উপরোক্ত তিনটি অনুমোদন আছে। এ তিনটি কলেজ হলো
(১) বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ধানমণ্ডি, ঢাকা
(২) জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ, বাজিতপুর।
(৩) ইনস্টিটিউট অব এ্যাপ্লাইড হেলথ এ্যান্ড সাইন্স, চট্টগ্রাম।

দেখা যাচ্ছে কোন কোন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ শর্ত সাপেক্ষে সরকারী অনুমোদন পেয়ে, শর্ত পূরণ না করেই অথবা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় এফিলিয়েশন পেয়েই তা ফলাও করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে। অথচ তাদের অন্য দু'টি অনুমোদন নেই। এরূপ অসম্পূর্ণ অনুমোদনপ্রাপ্ত কলেজে যারা ভর্তি হবে তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। কারণ এরূপ কলেজ থেকে পাস করে কেউ ডাক্তারী পেশায় প্র্যাকটিস করতে পারবে না।

তাদের প্রতি সরকারী বিধিনিষেধ আছে। অর্থাৎ বিএম এ্যান্ড ডিসি কর্তৃক অনুমোদন ছাড়া কেউ চিকিৎসা পেশা প্র্যাকটিস করলে আইন অনুযায়ী তার নগদ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দু' বছরের জেল অথবা উভয় জরিমানা হতে পারে। দেশে দক্ষ ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ুক এটা সকলেরই কাম্য, হোক তা সরকারী বা বেসরকারীভাবে। তাই বলে বেসরকারী খাতে মেডিক্যাল কলেজের নাম ভাঙ্গিয়ে ব্যবসা করা আর চলতে দেয়া যায় না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এরূপভাবে সরকারী অনুমোদন ছাড়াই মেডিক্যাল কলেজ খোলা শুরু হয়েছিল। সেখানে ছাত্ররাই তাদের বিরুদ্ধে কেস করে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। আমাদের দেশেও এমনিভাবে কাউকে না কাউকে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সম্প্রতি উত্তরা মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা এ ব্যাপারে অনেককে সাহসী করে তুলবে বলে আশা করা যায়। ছাত্রছাত্রীদের উচিত সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া। তা না হলে প্রতারিত হয়ে তাদের ভবিষ্যত জীবন হবে অনিশ্চিত। আর ডাক্তারদের মান বজায় রেখে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকারের উচিত নামসর্বস্ব রেজিস্ট্রেশনহীন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের ভর্তির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে এ সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া।

ঢাকাস্থ একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে